মুক্তি

চ্যানেলে মুক্তির ঘোষণা

অনিশ্চয়তা ও উৎকণ্ঠাহীন কিন্তু অনন্ত শান্তি ও ভালোবাসার সঙ্গে বাঁচতে বিশ্বের সকলের জন্য দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবহীন তবে প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্বের প্রত্যেকে অবাধে ব্যবহারের জন্য সর্বাধুনিক, অত্যন্ত উন্নত এবং যথেষ্ঠ যোগাযোগসমৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক সমাজ তবে প্রেম ও বন্ধুত্বপূর্ণ এক পরিপূর্ণ মানবিক বোধ সম্পন্ন একটি একক ও অখণ্ড মানবজাতির সমানভাবে সমান একজন সদস্য হিসাবে অবাধে যেকোনো কিছু করতে একজন স্বাধীন ও মুক্ত মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে অপরিহারযোগ্য শর্ত হচ্ছে মুক্তি।

মানব ইতিহাসে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নির্ভর, প্রথম শোষণমূলক শ্রেণীবিভক্ত ও শ্রেণীশাসিত সমাজ– দাসতন্ত্রের পূর্বে কোন মানুষ কোন মানুষের দ্বারা শোষিত ও শাসিত হয়নি। উল্লেখ্য,মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ তদানুযায়ী মানুষ কর্তৃক মানুষকে শাসনের বয়স ৬০০০ বছরের বেশি নয় কিন্তু মানবজাতির বয়স ২,০০,০০০ বছরের কম নয়। সুতরাং, দাসতান্ত্রিক সমাজের পূর্বে কোন রাজনীতি, মতাদর্শ, নীতিশাস্ত্র, নৈতিকতা, আইন, অপরাধ, শাস্তি, রাজনৈতিক মোড়ল, প্রভু, নেতা, গুরু বা পথপ্রদর্শক ছিল না।

দাসতান্ত্রিক সমাজে প্রভুগণ দাসদের মালিক ছিলেন যা ছিল সম্পূর্ণ অন্যায্য ও অন্যায়।কিন্তু দাসদের শোষক– প্রভুগণ তাদের শোষণ এবং সমাজে শাসকের ভূমিকাকে ন্যায্যতা দিতে,স্বাভাবিকরণে ও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে অসংখ্য বানোয়াট তবে শিশুতোষ গল্প অর্থাৎ পুরাকথা এবং পৌরাণিক কাহিনী তৈরির মাধ্যমে রাজনীতির সূচনা করেছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা করে প্রভুদের পরজীবী স্বার্থের সেবা করতে দমন–পীড়নের মাধ্যমে শোষিত দাসদের শাসন করতে শাসক অর্থাৎ রাজনৈতিক মোড়ল সহযোগে কোড, আইন ও বিধিমালা দরকার ছিল।প্রকৃতপক্ষে, শোষিত ও শাসিত শ্রেণীকে দমন করতে শাসক শ্রেণীর সংগঠিত ক্ষমতা ছাড়া রাজনৈতিক ক্ষমতা আর কিছুই নয়। অতঃপর, শৃংখলিত ও দন্ডদানের মাধ্যমে নিগ্রহ, পীড়ন ও দমন করে শাসক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা ও সেবা করতে শোষক শ্রেণীর সর্বাধিক শক্তিশালী পীড়নমূলক যন্ত্র– রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে। অতঃপর, এসব দুস্কর্ম সম্পন্নে রাজা,সম্রাট প্রমুখ অর্থাৎ রাজ্য/রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহীগণ ছিলেন রাজনৈতিক মোড়ল তবে দাসতান্ত্রিক সমাজের প্রভুদের রাজনৈতিক মোড়লদের বদ মতলবজাত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কিন্তু, মিথ্যায় সাজানো রাজনৈতিক মতবাদের দরুণ তারা প্রভুদের দ্বারাও ছিলেন খুবই সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন ।

দাসতন্ত্রী সমাজের রাজনৈতিক মোড়লগণকে ঐশ্বরিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত এক অসাধরণ ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনীয় করে পুরো সমাজ কর্তৃক অনুসরণ ও অনুশীলন করার জন্য তারা বহু সংহিতা, বিধিমালা, প্রথা, রীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদির সূচনা করেছিল। অতঃপর, ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে উদ্ভূত বিধিমালা, সংহিতা, প্রথা, সংস্কৃতি ইত্যাদি দ্বারা রাজনৈতিক মোড়লেরা নিজেদেরকেও শৃংখলিত ও বন্দী করেছিল। সুতরাং, শ্রেণী বিভক্ত এবং শ্রেণী শাসিত তবে শোষণমূলক একটি সমাজে কেহই মুক্ত নয়। তৎসত্ত্বেও, সমাজের অযৌক্তিক সুবিধাভোগী অংশ– শোষক শাসক শ্রেণী তাদের পরজীবীতার স্বার্থে মুক্তির পক্ষে নয়।

দাসতান্ত্রিক সমাজের রাজনীতির নিকট আশ্রিত অথচ, বৈশ্বিক ভাবে পুঁজিবাদী বিকাশের অবিচ্ছেদ্য নীতি– উপনিবেশিকতার ইতি টেনে বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক কিন্তু ব্যর্থ আই এম এফ সমেত কতিপয় বৈশ্বিক সংগঠন তৈরী করে এমনকি আয় ও ব্যয়ের জন্য স্বাধীনভাবে কর ও শুল্কনীতি নির্ধারণ করতে না পারা ডিফ্যাংক্ট রাষ্ট্র হিসাবে তাদের রাষ্ট্রগুলোকে ডিফ্যাংক্ট করে মুক্তবাজার অর্থনীতি অর্থাৎ সমগ্র দুনিয়ায় পুঁজি ও পণ্যের অবাধ চলাচলে পুঁজিতন্ত্রী বিশ্বায়নের রাজনীতি সূচনা করে তবে, অগণন দুর্দশা, কষ্ট, অসুস্থতা, অসন্মান, অধ:পতন, নৃশংসতা এবং অকাল মৃত্যুতে ভোগা মজুরেরা যদিচ সংখ্যায় তারা অনেক তবু মৃত শ্রম–পুঁজির মালিক নয় তারা কিন্তু শোষণের ফল– পুঁজির তারা একমাত্র উৎপাদক এবং তদানুযায়ী সমাজের সকলের জন্য পণ্যাদির একমাত্র উৎপাদক কিন্তু, অপরিশোধিত শ্রম–পুঁজির উৎপাদক শোষিত মজুরদেরকে দমন ও পীড়ন করতে খুবই কার্যকর বটে ডিফাংক্ট রাষ্ট্র সহ একটি অক্ষম তবে চরম প্রতিক্রিয়াশীল শোষক পুঁজিপতি শ্রেণী সমেত পণ্য উৎপাদন,বেচা–কেনা, মজুরি দাসত্ব এবং শোষণ নির্ভর তবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভিত্তিক অগণন পণ্যসমেত একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা– মুমূর্ষু পুঁজিতন্ত্রে আমরা বাস করছি।

অতঃপর, শোষক শাসক শ্রেণীর আইনে পুঁজিবাদী মালিকানা এবং তদানুযায়ী পুঁজিপতি শ্রেণীর শোষণ বৈধ তথাপি পুঁজিতন্ত্রের এই রূপ অবস্থা সম্পূর্ণতো অন্যায্য ও অন্যায়। তাই, পুঁজির জন্ম শর্তে শোষক পুঁজিপতি শ্রেণী ও শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ বিরাজমান। নিঃসন্দেহে, শোষকদের ও শোষিতদের মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে বৈরিতামূলক এবং তদানুযায়ী দাসতান্ত্রিক সমাজের যাত্রার শুরু হতে শ্রেণী বিভক্ত সমাজসমূহে এবং শেষ ও চূড়ান্ত শ্রেণী বিভক্ত সমাজ– পুঁজিতন্ত্রেও শ্রেণী সংগ্রাম বিদ্যমান।

শোষক পুঁজিপতি শ্রেণী এবং শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর বিরোধের ফল– কমিউনিজম হচ্ছে পুঁজি, পণ্য, বেচা–কেনা, মজুরি দাসত্ব, শোষণ, শ্রেণী ও শ্রেণী শাসন এবং তদানুযায়ী মতাদর্শ, দর্শন, রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল, রাষ্ট্র, আই এম এফ এবং অন্যান্য বৈশ্বিক সংগঠন সমেত শোষকদের শ্রেণী শাসনের সকল হাতিয়ার মুক্ত তাই, শোষক শাসক শ্রেণী কর্তৃক সৃচিত সকল আইন, অপরাধ,শাস্তি, নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা, প্রথা, সংস্কৃতি ইত্যাদি হতে মুক্ত সমানদের একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ সুতরাং, সকল সক্ষম ব্যক্তি কর্তৃক সমাজের আবশ্যকীয় সামগ্রী উৎপাদন এবং তথ্য জ্ঞাপন এবং সমন্বয় করতে দুনিয়ার সকলের জন্য সকলের দ্বারা সকলের একটি বিশ্ব সমিতি সমেত উৎপাদন, পরিবহন ও যোগাযোগের উপায়াদির সামাজিক/কমিউন/সাধারণ মালিকানা দ্বারা দুনিয়ার সকলের জন্য সর্বাধিক কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতে মৃত্যুকে কলা দেখিয়ে চির তরুন কিন্তু সুস্বাস্থ্য সমেত প্রকৃতিকে জয়

করতে কাজ করার জন্য সদা তরুন সদস্যগণ সমেত পূর্ণ মানবিকবোধ সম্পন্ন একটি একক ও অখন্ড মানবজাতি সহ সর্বাধুনিক কিন্তু আবশ্যকীয় জিনিষ উৎপাদন ও পরিবহনে এবং দুনিয়ার সকলকে খুব সহজে এবং বৈজ্ঞানিকভাবে সকল আবশ্যকীয় তথ্য জ্ঞাপনে একটি সর্বাধনিক যোগাযোগ পদ্ধতি সমেত ভালোবাসাময়, বন্ধুত্বপূর্ণ, সুন্দর ও মুক্ত একটি সমাজ হচ্ছে কমিউনিজম অতঃপর, পরিবার নয় বরং শোষক পুঁজিপতি শ্রেণীর উৎপন্ন- শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক একা ও একাকী বিজয়ী সমাজ- কমিউনিজমের মৌলিক একক হচ্ছে ব্যক্তি তাই, সমাজতন্ত্রে কোনো শাসক নাই, কোনো প্রভু নাই, কোনো লর্ড নাই, কোনো বীর নাই, কোনো নেতা নাই , কোনো অসাধারণ নাই বরং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দ্বারা সমানভাবে সমান হিসাবে আচরিত হয় তাই, সেখানে জীবিকার কোনো অভাব নাই, এমনকি সেক্সের ভিত্তিতেও মানব জাতির মধ্যে কোনো বৈষম্য নাই, কোনো সংঘর্ষ ও ঝগড়া নাই, কোনো যুদ্ধ ও যোদ্ধাবাহিনী নাই, কোনো অশান্তি নাই,বরং সেখানে আছে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি।

কোনো শাসক শ্রেণী ইহার শাসনের সমাপ্তির পক্ষে নয় অথচ, দাস সমাজের কোনো প্রভু বা সামন্ত সমাজের কোনো লর্ড পুঁজিতন্ত্রে নাই যদিচ, সব মন্দ জিনিষ ও জঘন্য কাজের কারণ- ব্যক্তিগত সম্পত্তি সকল শ্রেণী বিভক্ত সমাজের ভিত্তি বিধায় পুঁজিতন্ত্রে তাদের অনেক আইন, প্রথা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিরাজমান। প্রকৃতপক্ষে, অন্যায় ও অন্যায্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি হচ্ছে সকল মন্দ জিনিসের উৎপাদক এবং হত্যা, ধর্ষণ, চুরি, লুণ্ঠন ইত্যাদিসহ সকল দূর্গন্ধময় সামাজিক জঞ্জালের ভাণ্ডার।সুতরাং, সামন্তীয় সমাজের ধ্বংসাবশেষ হতে উত্থিত এই নিকৃষ্ট পুঁজিবাদী সমাজে এমনকি স্বাভাবিক জীবন-যাপনের কোনো সুযোগ নেই।

সমাজ পরিবর্তনের নিয়ম, আবিষ্কার করেছেন মার্কস এবং ব্যাখ্যা করেছেন এ্যাংগেলসও। পুঁজিপতি শ্রেণী ও পুঁজির অস্তিত্বের শর্তাদিতে একই সামাজিক নিয়মের একই হেতুবাদে পুঁজিতন্ত্র বিলীন ও শেষ হবে। প্রকৃতপক্ষে, সম্পত্তির পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তিগত মালিকানা ক্ষয় করে উৎপাদন এবং বিনিময়ের উপায়াদির সামাজিক/ সাধারণ মালিকানার পথ প্রশস্ত করে কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য সকল আবশ্যকীয় পরিস্থিতির স্রষ্টা- পুঁজির অস্তিত্বের শর্তাদি -(১) পুনরুৎপাদন; এবং (২) সঞ্চলনের শর্তে পুঁজি অদৃশ্য হবে। সুতরাং, পুঁজি অদৃশ্য হওয়ার কারণ হচ্ছে পুঁজি নিজেই কিন্তু , ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে উৎপত্তিকৃত শিকলাদি সমেত সকল ধরণের এমন ছাইপাঁশ হতে সমগ্র সমাজকে মুক্ত না করে শ্রমিক শ্রেণী নিজেকে মুক্ত করতে পারেনা তাই, সকল প্রকার শোষণ, শাসন, পীড়ন, শাস্তি, অধঃপতন, অসন্মান, অপমান, শিকল ইত্যাদি হতে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য একাকী শ্রমিক শ্রেণী দ্বারা অর্জিত কমিউনিজম দ্বারা পুঁজিতন্ত্র প্রতিস্থাপিত হবে। অতঃপর, শ্রমিক শ্রেণী তার পৃথিবীকে জয় করে সকল প্রকার শ্রেণী পরিচয় ইতিহাসের যাদুঘরে ছুঁড়ে দিয়ে তার নিজের শ্রণী পরিচয় হারিয়ে নিজের মুক্তির জন্য অর্থাৎ একা এবং একমাত্র বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণী নিজের শ্রেণী স্বার্থে এমনটা করবে।

অতঃপর, কে চায় বা চায় না তা কোনো বিষয় নয় বরং সমাজ পরিবর্তনের সেই একই নিয়ম অনুযায়ী পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক পরিণতি হচ্ছে কমিউনিজম- দুনিয়ার সকলের মুক্তি ও স্বাধীনতার একটি ভালোবাসাময় সমাজ। তাই,পুঁজিপতি শ্রেণীর পরাজয় এবং এবং শ্রমিক শ্রেণীর বিজয় সমানভাবে অনিবার্য। সুতরাং,সমাজতন্ত্র দ্বারা পুঁজিতন্ত্রের প্রতিস্থাপন হচ্ছে অনিবার্য ও অপরিহার্য।

শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদের ঐক্য হচ্ছে প্রথম শর্ত। অতঃপর, দুনিয়ার সর্বকালের সর্ববৃহৎ, সর্বকালের সর্বোত্তম প্রভাব বিস্তারক এবং সর্বকালের সর্বসেরা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতিকে বিলোপ করে শোষক পুঁজিপতি শ্রেণীকে বিলীন করতে ইহার বিরুদ্ধে লড়াই করতে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে একতাবদ্ধ করতে অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর একটি পার্টি। কিন্তু অনুরূপ কর্মসাধনে শ্রমিক শ্রেণীর কোনো পার্টি নেই। সুতরাং, একই লক্ষ্যে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে একতাবদ্ধ করতে শ্রমিক শ্রেণীর একটি পার্টি হচ্ছে এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা।

অনুরূপ কাজ করতে এ্যাংগেলস কর্তৃকও ব্যাখ্যাকৃত এবং পুঁজির কোড ও সমাজ পরিবর্তনের কোড আবিষ্কারের মাধ্যমে মার্কস কর্তৃক আবিষ্কৃত কমিউনিজমের বিজ্ঞান ; এবং কমিউনিস্ট নীতির সাংগঠনিক নীতি ভিত্তিক শ্রমিক শ্রেণীর একটি পার্টি গঠনে কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্গঠনে সহায়তা করতে কাজ করছে ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম। প্রকৃতপক্ষে, কমিউনিজমের জন্য একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে একতাবদ্ধকরণে কমিউনিস্ট বন্ধুদের একটি বৈজ্ঞানিক পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি।

মুক্তির জন্য একাকী শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রকে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদের একতাবদ্ধকরণে শ্রমিক শ্রেণীর একটি পার্টি গঠনে কাজ করতে সম্মত ও আগ্রহী দুনিয়ার সমচিন্তকদেরকে একতাবদ্ধকরণে সম্পৃক্ত ও সংশ্লিষ্ট মতামত, অভিমত ইত্যাদি কমিউনিজমের বিজ্ঞানের ভিত্তিতে আলোচনা, শেয়ার এবং বিনিময় করার জন্য একটি ফোরাম হচ্ছে " মুক্তি" ।

দুনিয়ার মজুর এক হও।

মুক্তি–ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডমের একটি ইউটিউব চ্যানেল।

e-mail: icwfreedom@gmail.

web-site: www.icwfreedom.org